তারিখ 06 AUG 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রথম আলো

শিক্ষার্থী ৫০ হাজার শ্রেণিকক্ষ মাত্র ৪৩

মোশতাক আহমেদ ●

সরকারি তিতুমীর কলেজ

রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকে (সম্মান) প্রতিবছর ভর্তি হন ৪৭৮ জন শিক্ষার্থী। চলতি শিক্ষাবর্ষে কোটায় আরও দুজন বেশি ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু শাখা একটিই। বিভাগে শ্রেণিকক্ষ মাত্র দুটি। এর মধ্যে বড়টিতে গাদাগাদি করে হলেও বসতে পারবেন বেশি হলে ৩০০ জন। প্রথম বর্ষ ছাড়াও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসও হয় এই দুই শ্রেণিকক্ষে।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগে সম্মানে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়, তাঁদের স্থান সংকুলানের মতো শ্রেণিকক্ষ পুরো তিতুমীর কলেজেই নেই। এত শিক্ষার্থী ভর্তি করে ক্লাস নেন কীভাবে—এমন প্রশ্নের জবাবে বিভাগের একজন অধ্যাপক বললেন, শিক্ষার্থীরাই ক্লাস করাতে সহায়তা করে। কারণ, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ক্লাসে উপস্থিত হয় না। সবাই উপস্থিত হলে কি আর ক্লাস নেওয়া সম্ভব হতো!

মহাখালীতে অবস্থিত এই কলেজে বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, ব্যবস্থাপনাসহ আরও কয়েকটি বিভাগে প্রতিবছর স্নাতকে (সম্মান) ৩০০ থেকে ৪৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি হন। কলেজের প্রশাসনিক সূত্র বলেছে, কলেজে এখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয় না। ২২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। এর বাইরে ডিগ্রি (পাস কোর্স) ও প্রাইভেট শিক্ষার্থী আছেন। বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ হাজার শিক্ষার্থী

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

শিক্ষার্থী ৫০ হাজার, শ্রেণিকক্ষ মাত্র ৪৩

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়মিত। কিন্তু এত শিক্ষার্থীর কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ৪৩টি। ফলে শ্রেণিকক্ষ-সংকটে ক্লাস করাতে হিমশিম খেতে হয়।

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি শুরু থেকেই সরকারি। শিক্ষার্থীর সংখ্যায় এটি এখন দেশের সবচেয়ে বড় কলেজ। এর সবচেয়ে বড় সমস্যা শ্রেণিকক্ষ-সংকট। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘন ঘন পরীক্ষার চাপে ক্লাস হয় আরও কম। শিক্ষার্থী অনুপাতে প্রায় সব বিভাগেই রয়েছে শিক্ষক-সংকট। আছে আবাসনের সংকটও। ছাত্রদের একমাত্র ছাত্রাবাসটিও নাজুক। দুটি ছাত্রীনিবাসের মধ্যে একটি ঝুঁকিপূর্ণ।

২ আগস্ট ও গত জুনে দুবার কলেজটিতে সরেজমিনে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলেছেন এসব সমস্যার কথা। কলেজের অধ্যক্ষ আবু হায়দার আহমেদ নাছেরও এসব সমস্যা স্বীকার করে *প্রথম আলো*কে বলেন, কয়েক দিন আগে একটি একাডেমিক ও পরীক্ষার হল এবং একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো নির্মাণ হলে কিছুটা হলেও শ্রেণিকক্ষের সংকট দূর হবে। তবে বাকি সমস্যার বিষয়ে কোনো আশার কথা শোনাতে পারেননি তিনি।

দুজন শিক্ষক বলেন, ওই ভবন নির্মাণ শেষ হতে কমপক্ষে দুই বছর লাগবে।

কলেজের প্রশাসনিক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সূত্র বলেছে, শ্রেণিকক্ষ-সংকটের কারণে অনেক সময় বিভাগের সেমিনার কক্ষেও ক্লাস নিতে হয়। কলেজে শিক্ষকের ১৭৩টি অনুমোদিত পদ থাকলেও ৩৩টি খালি। তবে সংযুক্ত শিক্ষক (অন্য জায়গায় নিয়োগ হলেও সাময়িকভাবে এই কলেজে যুক্ত) আছেন ৬৩ জন। ফলে মোট শিক্ষক আছেন ২০৩ জন। এই হিসাবেও এই উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১: ২৪৬। অথচ গত অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১৯।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একজন অধ্যাপক বলেন, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়, সেগুলোর শিক্ষাক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের মতোই। কিন্তু এত সংকট থাকায় ক্লাসে এই শিক্ষাক্রম শেষ করা যায় না। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট কিংবা নোট-গাইড বই পড়ে পরীক্ষায় অংশ নেন। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শিক্ষকের পদ ও শ্রেণিকক্ষ বাড়াতে হবে। পরীক্ষার জন্য একেবারে স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল নির্মাণ করতে হবে, যাতে পরীক্ষার কারণে ক্লাস বাধাগ্রস্ত না হয়।

তৃতীয় বর্ষে ওঠা গণিতের এক শিক্ষার্থী বললেন, ক্লাসে পড়া শেষ না হওয়ায় তিনি প্রাইভেট পড়েন। তিনি একটি কোর্স পড়েন দুই হাজার টাকা ফি দিয়ে।

কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বললেন, এমনিতে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের অভাব। তার ওপর বর্তমানে বছরে অন্তত ছয় মাস বিভিন্ন পরীক্ষা থাকে। ফলে সব মিলিয়ে কলেজে বছরে বড়জোর দুই থেকে সর্বোচ্চ চার মাস ক্লাসের সময় থাকে। কিন্তু এই সময়ে আবার থাকে বিভিন্ন ছুটি। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের সুযোগ পান একেবারে কম।

হিসাববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদ হোসেন বলেন, তাঁদের প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়ে মার্চে শেষ হয়। এরপর দু-তিন মাস ক্লাস করতে না করতেই দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা হয়েছে। এখন ক্লাস হচ্ছে না। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আবুল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, শ্রেণিকক্ষ-সংকট ও ঘন ঘন পরীক্ষার কারণে ঠিকমতো ক্লাস করানো যায় না।

আবাসন-সংকট, তার ওপর নাজুক : ছাত্রদের জন্য তিনতলাবিশিষ্ট আক্কাছুর রহমান আঁখি নামের একমাত্র ছাত্রাবাসে ৩৬০টি আসন আছে। থাকেন আরও অনেক বেশি। ২ আগস্ট গিয়ে দেখা যায়, ছাত্রাবাসটির নাজুক অবস্থা। কোথাও কোথাও ছাদের পলেস্তরা খসে রড বেরিয়ে পড়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ১৫টি কক্ষ সংস্কার চলছে।

ছাত্রাবাসের বিভিন্ন কক্ষের মেঝেতেও দেখা যায় বিছানা। ছাত্রাবাসের পরিবেশ নোংরা। কয়েকজন ছাত্র ও কলেজের দুজন শিক্ষক বললেন, কাগজপত্রে ছাত্রাবাসের দায়িত্বে শিক্ষকেরা থাকলেও ছাত্রকে আসনে ওঠানো-নামানোর কাজটি করেন ছাত্রনেতারা।

সুফিয়া কামাল ছাত্রীনিবাস কলেজের মূল ভবনের পাশে। এটির আসন ২১২। অপরটি সিরাজ ছাত্রীনিবাস বনানীর ২০ নম্বর রোডে। সিরাজ ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক (শিক্ষক) আফরোজা বেগম বললেন, ছাত্রীনিবাসের দুটি ভবনের একটি হেলে গেছে ও ফাটল দেখা দিয়েছে। এই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ। বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

২ আগস্ট ওই ছাত্রীনিবাসের সামনে কথা হয় ছাত্রীনিবাসটির এক ছাত্রীর সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ছাত্রী বলেন, তিনি ২০১২ সাল থেকে থাকেন। যখনই কোনো ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগ দেখা দেয়, তখনই আকস্মিকভাবে ছাত্রীনিবাস ছাড়তে বলা হয়। এতে খুব বিপদে পড়ে যান।

তিতুমীর কলেজের পরিস্থিতির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, এখন যেহেতু অধিকাংশ বাবা-মা সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় পাঠাচ্ছেন, সে জন্য অনেক কলেজ সামর্থ্যের বাইরেও শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা না বাড়িয়ে অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করলে গুণগত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী বেশি হলে অবশ্যই শাখায় বাড়াতে হবে।